

দানযিলেৰে বই - সংখ্যা একশো উনপঞ্চাশ

ঈশ্বৰৰে রহস্য উন্মোচতি: ঈশ্বৰত্ব ও মানবত্বৰে মলিন

Jeff Pippenger

2024-03-21

আমরা দানযিলে গ্ৰন্থৰে একাদশ অধ্যায়ৰে চল্লিশতম পদে উপস্থাপতি ইতিহাসটি বিবেচনা কৰে আসছি। এখন আমরা উক্ত পদৰে ভেতৰে থাকা সেই ইতিহাসৰে অভ্যন্তরীণ রখোটি আলোচনা কৰছি, যা পৃথিবী থেকে উদীয়মান পশুর প্ৰোটোস্টেয়ান্ট শিংঘৰে ইতিহাসকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আমরা অধ্যায় সাঁইত্ৰশি ইজকেয়িলেৰে দুই দণ্ডৰে সংযুক্তকি অবলম্বন হসিবে গ্ৰহণ কৰছি, যাত ঈশ্বৰৰে রহস্য—অৰ্থাৎ তৃতীয় স্বৰ্গদূতৰে আগমনে খ্ৰীষ্ট কৰ্তৃক তাঁৰ দবেত্বকে মানবত্বৰে সঙ্গে যুক্তকরণ—সনাক্ত কৰা যায়। রখো পর রখো, ঈশ্বৰৰে য়ে রহস্যসংক্ৰান্ত বার্তাকে য়োহন সপ্তম তুরীৰ ধ্বনিৰ সময় সমাপ্ত হব বনে নৰিধাৰণ কৰছেলিনে, সেই বার্তাই প্ৰৱেতি পৌল বিশেষভাবে লাওদকিয়ি়াৰ উদ্দেশে প্ৰৱেণ কৰছেলিনে। ইজকেয়িলে, য়োহন ও পৌলৰে সাক্ষ্য সেই একই ঈশ্বৰৰে রহস্যৰে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ, যা ১৮৮৮ সালে জোনস ও ওয়াগনারৰে বার্তায় উপস্থাপতি হয়ছিলি, এবং সটেই ছিলি লাওদকিয়ি়াৰ প্ৰতি বার্তা।

কাৰণ আমি চাই য়ে তোমরা জানো, তোমাদৰে জন্ম, এবং লাওদকিয়ি়াৰ লোকদৰে জন্ম, এবং যতজন শরীৰে আমার মুখ দেখেনিতাদৰে জন্ম, আমার কত বড় সংগ্রাম আছে; যনে তাদৰে হৃদয় সান্ত্বনা পায়, প্ৰমে একসূতৰে গাঁথা হয়, বোধে পূৰ্ণ নিশ্চিতিতার সমস্ত ঈশ্বৰৰে পৌছে, ঈশ্বৰৰে রহস্যৰে, এবং পতিৰ, এবং খ্ৰিস্টৰে স্বীকৃতি; যাঁৰ মধ্য প্ৰজ্ঞা ও জ্ঞানৰে সমস্ত ধনভাণ্ডাৰ লুক্কায়তি আছে। কলসীয় ২:১-৩।

প্ৰায়শ্চিত্তৰে কাজ—ঈশ্বৰত্ব ও মানবত্বৰে দুই দণ্ডকে একত্ৰ কৰা—তৃতীয় স্বৰ্গদূতৰে আগমনৰে সময় শুরু হয়ছিলি, কিন্তু পৌল য়ে দুই দণ্ডৰে সংযুক্তিৰ চূড়ান্ত ও পৰিপূৰ্ণ পৰিপূৰ্ত্তি নিয়ি আলোচনা কৰছনে, সটেই ঈশ্বৰৰে রহস্য। অতএব তিনি সেই বার্তাটিকি লাওদকিয়ি়াৰ উদ্দেশে প্ৰৱেতি বার্তা হসিবে চহিনতি কৰনে, যা প্ৰথম ১৮৫৬ সালে আগমন কৰে, পরে ১৮৮৮ সালে পুনৰাবৃত্ত হয়, এবং শেষে পৰ্যন্ত ১১ সেপ্টেম্বৰ, ২০০১-এ তার পৰিপূৰ্ণ পৰিপূৰ্ত্তি লাভ কৰে। ঈশ্বৰৰে রহস্য তিনি যখন উপস্থাপন কৰনে—যা সপ্তম তুর্যধ্বনিতি সমাপ্ত হওয়ার কথা—তখন পৌল মন্দৰিকি দ্বিবিধি স্বৰূপে চহিনতি কৰনে। তিনি সেই রহস্যকে মস্তক ও দহে বভিক্ত কৰনে।

আৰ তিনি দহেৰে, অৰ্থাৎ মণ্ডলীৰ, মস্তক; তিনিই আদি, মৃতদৰে মধ্য থেকে প্ৰথমজাত, যাত তিনি সব বিষয়ে শ্ৰেষ্টত্ব লাভ কৰনে। কাৰণ পতিৰ সদচ্ছা ছিলি য়ে সমস্ত পৰিপূৰ্ণতা তাঁৰ মধ্য বাস কৰুক; এবং তিনি তাঁৰ ক্ৰুশৰে রক্তৰে দ্বারা শান্তি স্থাপন কৰে, তাঁৰই দ্বারা সবকিছু—পৃথিবীতে হোক বা স্বৰ্গে—নজিৰে সঙ্গে মলি কৰালনে। আৰ তোমরা যারা একসময় তোমাদৰে দুষ্টি কাজৰে কাৰণে মননে ঈশ্বৰ থেকে বচ্ছিন্তি ও শত্ৰু ছিলি, এখন তিনি তাঁৰ মাংসৰে দহে মৃত্যুৰ মাধ্যমে তোমাদৰে মলি কৰয়িছেনে, যাত তিনি তোমাদৰে তঁৰ দুষ্টিতে পবতিৰ, নৰিদোষ ও ননিদাযোগ্য নয় এমন কৰে উপস্থাপন কৰনে—যদি তোমরা বিশ্বাসে প্ৰতিষ্ঠিতি ও স্থিৰ থাকো এবং য়ে সুসমাচাৰৰে আশা তোমরা শুনছে, যা স্বৰ্গৰে নীচে প্ৰত্যকে সৃষ্টিৰ কাছে প্ৰচাৰতি হয়ছে, তা থেকে সরযি না যাও; যাৰ সবক আমি, পৌল, হয়ছি। তোমাদৰে জন্ম আমার ভোগান্তিতে আমি এখন আনন্দ কৰি এবং তাঁৰ দহেৰে, অৰ্থাৎ মণ্ডলীৰ, জন্ম আমার

দেহে খ্রিস্টেরে কলশেরে অবশিষ্ট অংশ পূরণ করছি যার সবেক আমি হইয়াছি, ঈশ্বররে সেই তত্ত্বাবধান অনুযায়ী যা তোমাদরে জন্ম আমাকে দেওয়া হইয়াছে, ঈশ্বররে বাক্য পূরণ করার জন্ম। কলসীয় ১:১৮-২৫।

খ্রিস্ট হলেন মস্তক, যাঁর সব বিষয়ে প্রাধান্য থাকা উচিত, এবং তাঁর মণ্ডলী হলো দেহ। মস্তক ও দেহ একত্রে ঈশ্বরত্বেরে সঙ্গুৎ মানবত্বেরে সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং আরকেটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যও চিহ্নিত হয়। মস্তক ও দেহেরে সম্পর্ক হলো এই যে, দেহেরে উপর মস্তকরে প্রাধান্য থাকবে। মানবজাতির ক্ষেত্রে, যাদেরে ঈশ্বররে স্বরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উচ্চতর ক্ষমতাসমূহ (মস্তক) নম্নতর ক্ষমতাসমূহেরে (দেহ) উপর শাসন করবে। এরা একত্রে একটমাত্র সত্তা গঠন করে; অথবা, যে মন্দরিটা যোহনকে মাপতে বলা হইয়াছিল তার পরভাষায়, তারা পবিত্র স্থানকে (মানবত্ব, দেহ) এবং অতপবিত্র স্থানকে (ঈশ্বরত্ব, মস্তক) প্রতিনিধিত্ব করে। কীভাবে এই দু'টা "একটা কাঠ"-তে, অর্থাৎ এক দেহে, যুক্ত হয়—এটাই "at-One-ment"-এর কাজ। পৌল আরও বলেন:

যার জন্ম, তোমাদরে জন্ম ঈশ্বর যে দায়িত্ব আমাকে দিইয়াছেন, তার অনুযায়ী আমি একজন পরিচারক হইয়াছি, ঈশ্বররে বাক্য পূরণ করতে; অর্থাৎ সেই রহস্য, যা যুগেরে পর যুগ ও প্রজন্মেরে পর প্রজন্ম লুকানো ছিল, কিন্তু এখন তাঁর সাধুগণেরে কাছে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁদেরে কাছে ঈশ্বর জানাতে ইচ্ছা করলেন যে অজাতীয়দেরে মধ্যে এই রহস্যেরে মহিমার ঐশ্বর্য কী—তা হলো, তোমাদরে মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা। আমরা তাঁকেই প্রচার করি, প্রত্যেকে মানুষকে সতর্ক করি, এবং সমস্ত প্রজ্ঞাসহ প্রত্যেকেকে শিক্ষা দিই, যেন আমরা প্রত্যেকেকে খ্রিস্ট যীশুতে পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে পারি। এই জন্মই আমিও পরিশ্রম করছি, তাঁর কার্যক্ষমতা অনুসারে সংগ্রাম করছি, যা আমার মধ্যে শক্তিশালীভাবে কাজ করে। কলসীয় ১:২৫-২৯।

এক লক্ষ ছয়াল্লিশ হাজারেরে পরিপূর্ণতা, যা "খ্রিস্টে প্রত্যেকে মানুষ পরিপূর্ণ" এই বিষয়টি উপস্থাপন করে, সেটাই "ঈশ্বররে রহস্য", যা হলো ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বেরে সমন্বয়; অথবা পলেরে ভাষায়, তা হলো "মানবতার মধ্যে খ্রিস্ট"—"মহিমার আশা"। সপ্তম তুরীর ধ্বনির সময় সেই রহস্য সমপন্ন হয়। যখন ইজকেয়িলে সেই সংযুক্তিকে চিহ্নিত করেন, তিনি দু'টা লাঠি ব্যবহার করেন—একটি উত্তর রাজ্যেরে জন্ম এবং একটি দক্ষিণ রাজ্যেরে জন্ম—প্রতীকী সংযোগটি চিহ্নিত করার জন্ম, যা "ছয়াল্লিশ" সংখ্যার মাধ্যমে মন্দরিকে উপস্থাপন করে। "ছয়াল্লিশ"-এর প্রতীকী সংযোগেরে লাঠিটি "দুইশো কুড়ি"-এর প্রতীকী সংযোগেরে সঙ্গুৎ যুক্ত হওয়ার কথা।

দুইশ কুড়ি হলো ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সমন্বয়েরে প্রতীক। ১৬১১ সালে কং জেমস বাইবেলে প্রকাশ থেকে ১৮৩১ সালে মলিয়ারে বার্তার প্রথম উপস্থাপনা, এবং পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে ভারমন্ট টেলিগ্রাফে সেই বার্তার প্রকাশ—এটি দুইশ কুড়ি বছর। মলিয়ারে বার্তা ছিল জ্ঞানবৃদ্ধির আনুষ্টানিক রূপায়ণ, যা বাইবেলে থেকে আহৃত হইয়াছিল, যখন ১৭৯৮ সালে দানয়িলেরে গ্রন্থটি উন্মোচিত হইয়াছিল। শুরুর সাল ১৬১১-এ একটা ঐশ্বরিক নথি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সমাপ্তির সাল ১৮৩১-এ ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত ঐশ্বরিক সত্যেরে ভিত্তিতে একটা মানব-প্রণীত প্রকাশনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঐ তিনটি তারিখ কেবল দুই শত বর্ষ বছর নয়, বরং হিব্রু শব্দ "সত্য"-এর গঠনকেও উপস্থাপন করে; এই শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ ও শেষে অক্ষর একত্র করে গঠিত। শুরুর দিকে এক দৈবিক প্রকাশ এবং সমাপ্তিতে এক মানবীয় প্রকাশ, আর 1798 এমন এক জ্ঞানবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে যা সেই জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যানকারী দু'ট বৃক্ষেরে এক

শ্রুণেকি উন্মোচতি করছিলি, এবং এভাবে বদিরোহরে প্রতীক ত্রয়োদশ অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করছিলি। দুই শত বশি বছররে সেই সংযোগটি প্রথম স্ববর্গদূতরে আন্দোলনে প্রতীষ্টিতি হয়ছিলি, এবং তৃতীয় স্ববর্গদূতরে আন্দোলন দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে।

১৭৭৬ সালে ঐশ্বরিকি দললি 'Declaration of Independence' প্রকাশতি হয়ছিলি; এবং দুইশ কুড়ি বছর পরে, ১৯৯৬ সালে, মানবীয় দললি 'The Time of the End' পত্রিকা প্রকাশতি হয়। মানবীয় দললিটা ১৯৮৯ সালে সমাপ্তিরি কালে সংঘটিতি জ্ঞানবৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়ছিলি; আর সেই বৃদ্ধি, যমেন ১৭৯৮-এর ক্ষত্রেও ঘটেছিলি, 'Declaration of Independence'-এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ঐশ্বরিকি বার্তার বরিদ্ধি এক বদিরোহ উৎপন্ন করছিলি। ১৯৯৬ সালরে জ্ঞানবৃদ্ধি আমেরিকার ভবিষ্যৎকে এইভাবে নির্ধারণ করছিলি যে, অতীশিঘ্র আগত রবিবার-আইনরে সময়, ১৭৭৬ সালে যে স্বাধীনতা ও মুক্তি সে ঘোষণা করছিলি, আমেরিকা তা হারাবে। এতে দ্বিতীয় সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে দুইশ কুড়ি সংখ্যা ঐশ্বরিকিতার সঙ্গে মানবত্বরে সংযোজনকে নির্দেশে করে; এবং সেই দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি 'Truth' স্বাক্ষরে উপস্থাপতি হয়ছিলি, এবং তা প্রথম স্ববর্গদূতরে ইতিহাসে (প্রথম) এক প্রথম সাক্ষ্য দ্বারা, ও তৃতীয় স্ববর্গদূতরে ইতিহাসে (শেষে) দ্বিতীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়ছিলি।

১৭৭৬ সাল আরও এমন এক পরবরে সূচনা চহ্নিতি করে, যা বাইবলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যরূপে 'পৃথিবীর পশু'-র বাস্তব সূচনার পূর্ববর্তী ছিলি। সেই প্রস্তুতপিরবে ১৭৭৬ সালরে মাধ্যমে 'সত্যরে স্বাক্ষর' আবারও চহ্নিতি হয়—যা মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে সূচনাকে নির্দেশে করে—আর ১৭৯৮ সাল মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে বাইবলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যরূপে সূচনাকে চহ্নিতি করে। সেই সূচনা ও সমাপ্তিরি ইতিহাসরে মাঝখানে, ১৭৮৯ সাল 'কনেদ্রীয় অক্ষর' চহ্নিতি করে, যখন তরেটা উপনিবেশে সংবধান অনুমোদন করছিলি। এই তনিটা তারখিরে প্রত্যেকেটাই মার্কনি যুক্তরাষ্ট্ররে 'কখন'-কে প্রতিনিধিত্ব করে: ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭৮৯ সালে সংবধান, এবং ১৭৯৮ সালে 'এলয়িনে অ্যান্ড সডেশিন অ্যাকটস'। ঐ ইতিহাস বাইশ বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা দুইশ কুড়িরি দশমাংশ বা এক-দশমাংশ; অতএব এটি ঐশ্বরত্ব ও মানবত্বরে সংযোজনরে প্রতীকরেও প্রতিনিধিত্ব করে।

এর উপস্থাপনাটি পৃথিবী থেকে উঠে আসা জন্তুর ইতিহাস নযি; তাকে প্রথমরে মেষশাবক (দবৈত্ব) এবং শেষে ড্রাগন (মানবতা) হিসেবে চিত্রিত করা হয়ছে। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দযিে শুরু, যা দবৈত্বকে চহ্নিতি করে, এবং Alien and Sedition Acts মানবতাকে উপস্থাপন করে; আর বাইবলেরে ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে ওই পৃথিবী থেকে উঠে আসা জন্তুর শাসনরে সূচনার আগে যে বাইশ বছর ছিলি, সেই সময়ে মেষশাবক থেকে ড্রাগনরে রূপান্তরটি প্রতীকায়তি হয়।

দক্ষণি রাজ্য যহ্নিদার বরিদ্ধি 2520 বছরব্যাপী বচাররে সূচনা, দানযিলে গরন্থরে অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দশ পদরে 2300 বছররে সূচনার সঙ্গে সংযুক্ত। যহ্নিদায় পবতিরস্থান ও সনোবাহনীর পদদলন খ্রিষ্টপূর্ব 677 সালে আরম্ভ হয়, এবং 220 বছর পরে, খ্রিষ্টপূর্ব 457 সালে, 2300 বছররে ভাববাণীর সূচনা ঘটে। যহ্নিদার দক্ষণি রাজ্যরে লাঠিটি উত্তর রাজ্যরে সঙ্গে 46-এর প্রতীকরে মাধ্যমে সংযুক্ত, এবং 220-এর সংযোগসূত্রে 2300 বছররে সঙ্গেও সংযুক্ত।

পৌল দাবি করছিলিনে যে তনি ঐশ্বররে ব্যবস্থাপনার পরচারক, এবং তনিযে ব্যবস্থার পরচারক ছিলিনে, সটেকি তনি ঐশ্বররে রহস্য হিসেবে সংজ্ঞায়তি করছিলিনে—যা হল,

'তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা'। তীমথিকি লিখিত গণ্ডিতে তিনি এই সত্যটি আরও উল্লেখ করেন।

এবং নঃসন্দেহে, ঈশ্বরভক্তির রহস্য মহান: ঈশ্বর দহে প্রকাশতি হলনে, আত্মায় ন্যায়সঙ্গত প্রমাণতি হলনে, স্ববর্গদূতদরে দ্বারা দখো গলেনে, অন্যজাতদিরে কাছ্বে প্রচারতি হলনে, জগতে তাঁর উপর বশ্বিাস করা হল, মহমায় তুলে নেওয়া হলনে। ১ তমিথয়ি ৩:১৬।

এখানে পৌল বলনে যে ধার্মকিতার রহস্য হচ্ছ্বে দহে প্রকাশতি ঈশ্বর। ঈশ্বর হলনে মস্তুক, আর মাংস হল দহে। ধার্মকিতার রহস্য হল বশ্বিাসীর মধ্যে খ্রিস্টি; এটি দিবেত্বরে সঙ্গে মানবত্বরে মলিন। হোশয়োর মতোই পৌলও ববিাহরে রূপক ব্যবহার করেন।

কারণ আমরা তাঁর দহেরে অঙ্গ, তাঁর মাংস ও অস্থিরি অংশ। এই কারণে একজন পুরুষ তার পতি-মাতাকে ত্যাগ করবে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এবং তারা উভয়ে এক দহে হবে। এটি এক মহান রহস্য; কনিতু আমা খ্রিস্টি ও কলসিয়ি সম্বন্ধে বলছ্ছি এফসৌয়ি ৫:৩০-৩২।

সাইত্রশিতম অধ্যায়ে, যখন ইয়কেয়িলে শেষে কালরে চুকতকি শনাক্ত করেন—যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বলে চহ্নিতদরে সঙ্গে নবীকৃত চুকতি—তখন তিনি দুইটি দিণ্ডরে সংযুক্তরি একটি দুষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। সে দুই দিণ্ডরে বযিষ্টি, পংকতিরি পর পংকতি, হোশয়ো এবং পৌলেরে ববিাহ-রূপককে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন সগেলি একত্র করা হবে, তখন তারা আর দুটি জিাত থাকবে না; বরং চরিকালরে জন্ম এক জিাত হবে।

আর আমা ইস্রায়লেরে পরবতসমূহে অবস্থতি দশে তাদরেকে এক জিাত কিরব; এবং এক রাজা তাদরে সকলরে উপর রাজত্ব করবে; তারা আর দুই জিাত থাকবে না, আর তারা আর কখনও দুই রাজ্যে বিভিক্ত হবে না। তারা আর তাদরে মূর্তগিলোর দ্বারা, কহিবা তাদরে ঘৃণ্য বস্তুগুলোর দ্বারা, কহিবা তাদরে কোনো অপরাধরে দ্বারা নিজদেরে অপবতির করবে না; বরং আমা তাদরেকে তাদরে সমস্ত বাসস্থান থেকে, যখনে তারা পাপ করছে, উদ্ধার করব এবং তাদরে শুদ্ধ করব; তখন তারা হবে আমার প্রজা, আর আমা হবে তাদরে ঈশ্বর। ইজকেয়িলে ৩৭:২২, ২৩।

ইজকেয়িলে বরণতি একত্রতি হওয়া নরিদশে করে কখন তারা আর বিভিক্ত থাকবে না, আর পাপও করবে না, কখন তারা শুদ্ধ হবে, এবং কখন ঈশ্বর হবনে তাদরে একমাত্র ঈশ্বর, আর তাদরে থাকবে মাত্র একজন রাজা। ২২ অক্টোবর, চুকতিরি দূত তাঁর জনগণকে "শুদ্ধ" করতে হঠাৎ মন্দরি এলনে। তিনি একটি রাজ্য গ্রহণ করতে এলনে, যার লোকেরো পতিররে মতে তখন যাজক ও রাজাদরে এক রাজ্য হওয়ার কথা ছিল। সেই দিনই বরও ববিাহে এলনে, যে রহস্যটি পৌল ও হোশয়ো চহ্নিতি করেন, যা ঈশ্বরকিতা ও মানবতার সংযুক্তকি প্রতিনিধিত্ব করে। যোহন জানান যে সেই রহস্য, যাকে পৌল "তোমাদের মধ্যে খ্রিস্টি, মহমির আশা" বলে চহ্নিতি করেন, সপ্তম স্ববর্গদূতরে তূর্ষধ্বনরি দিনগুলোতে সম্পন্ন হবে।

কনিতু সপ্তম স্ববর্গদূতরে কণ্ঠস্বর শোনার দিনগুলোতে, যখন তিনি শিব্দ করতে শুরু করবনে, ঈশ্বররে রহস্য সমাপ্ত হবে, যমেন তিনি তাঁর দাসদেরে অর্থাৎ নবীদেরে কাছ্বে ঘোষণা করছনে। প্রকাশতি বাক্য ১০:৭।

সপ্তম স্বৰ্গদূতই তৃতীয় বপিদ, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ আগমন করছিল। ১৮৪৪ সালের ইতিহাসে তৃতীয় স্বৰ্গদূতের আগমনের সময় এবং তৎপরবর্তীকালে, সপ্তম স্বৰ্গদূত তুরী বাজাতে আরম্ভ করছিল; কিন্তু ১৮৬৩ সালের বদিরোহ কাজটির সমাপ্তি ঘটতে বাধা দিচ্ছিল। তৃতীয় স্বৰ্গদূত আগমন করল এবং সপ্তম তুরী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ আবার বজে উঠল, এবং এবার "ঈশ্বরদের রহস্য" "সম্পন্ন" হবে। ঐ "রহস্য" হল দৈবত্ব ও মানবত্বের সম্মিলন, যার ফলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উদ্ভব ঘটে, যারা পরে ঈশ্বরদের ধ্বজা ও সৈন্যবাহিনী হয়ে ওঠে। এই কারণে, ইয়কেষিলের সাতত্ৰিশতম অধ্যায় শুরু হয় ইয়কেষিলকে মৃত শুকনো অস্থিরি এক উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। ঐ অস্থিগিলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এই কারণেই পৌল লাওদকীয়দের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরদের রহস্য-সম্বন্ধীয় তাঁর সুসমাচার সম্বোধন করেন।

কারণ আমি চাই যে তোমরা জানো, তোমাদের জন্ম, এবং লাওদকীয়ের লোকদের জন্ম, এবং যতজন শরীরে আমার মুখ দেখেনি তাদের জন্ম, আমার কত বড় সংগ্রাম আছে; যেন তাদের হৃদয় সান্ত্বনা পায়, প্রমে একসূত্রে গাঁথা হয়ে, বোধের পূরণ নিশ্চিততার সমস্ত ঈশ্বরকে পৌঁছে, ঈশ্বরদের রহস্যের, এবং পতির, এবং খ্রিস্টের স্বীকৃতিতে; যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধনভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। কলসীয় ২:১-৩।

এটিও সেই বর্ণনা, যা সিস্টার হোয়াইট ইয়কেষিলের মৃত শুকনো হাড়গুলোর সঙ্গুগে সম্পর্কিত করেন।

কিন্তু শুষ্ক অস্থিরি এই উপমাটি শুধু জগতের জন্মই প্রযোজ্য নয়, বরং যাঁরা মহান আলোর আশীর্বাদ পেয়েছেন তাঁদের প্রতাপ; কারণ তারাও উপত্যকার কঙ্কালের মতো। তাদের মানুষের আকৃতি আছে, দেহের কাঠামো আছে; কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক জীবন নেই। কিন্তু দৃষ্টান্তটি শুষ্ক অস্থিগিলিকে শুধু মানুষের আকৃতিতে জোড়া লাগানো অবস্থায় রখে দেয় না; কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অবয়বের সামঞ্জস্য মাত্রই যথেষ্ট নয়। জীবনের শ্বাস অবশ্যই দেহগুলিকে প্রাণবন্ত করতে হবে, যাতে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াত পারবে এবং সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হতে পারে। এই অস্থিগিলা ইসরায়েলের গৃহ, ঈশ্বরদের মণ্ডলীকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং মণ্ডলীর আশা হল পবিত্র আত্মার জীবনদায়ী প্রভাব। প্রভুকে অবশ্যই শুষ্ক অস্থিগুলির উপর শ্বাস ফেলেতে হবে, যাতে তারা জীবিত হয়ে ওঠে।

"ঈশ্বরদের আত্মা, তাঁর জীবনদায়ক শক্তিসহ, প্রত্যেকে মানব সত্যায় থাকা আবশ্যিক, যাতে প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক পেশী ও অস্থিসিন্ধি চর্চায় থাকে। পবিত্র আত্মা ছাড়া, ঈশ্বরদের শ্বাস ছাড়া, বিবিকেরে জড়তা আসে, আধ্যাত্মিক জীবন হারিয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনবাহিনী অনেকের নাম গরিজার নথিপত্রে রয়েছে, কিন্তু তারা মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত নয়। তারা গরিজার সঙ্গুগে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু প্রভুর সঙ্গুগে একাত্ম নয়। তারা নরিদৃষ্ট কিছু কর্তব্য পালনে যত্নবান হতে পারে, এবং তাদের জীবিত মানুষ বলে গণ্য করা হতে পারে; কিন্তু অনেকেই তাদেরই দলে, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তোমার নাম আছে যে তুমি জীবিত, অথচ তুমি মৃত।'"

যদি আত্মার সত্যকার ঈশ্বরমুখী রূপান্তর না ঘটে; যদি ঈশ্বরদের প্রাণশ্বাস আত্মাকে আত্মিক জীবনে সঞ্চারিত না করে; যদি তারা সত্যের স্বীকারকারী তারা স্বৰ্গগোদ্ভূত নীতিতে পরিচালিত না হয়, তবে তারা সেই অবনিশ্বর বীজ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি, যা চরিত্রবী ও চরিস্থায়ী। যদি তারা খ্রিস্টের ধার্মিকতাকেই তাদের একমাত্র নরিপত্তা হিসেবে ভরসা না করে; যদি তারা তাঁর চরিত্র অনুকরণ না করে, তাঁর আত্মায় পরিশ্রম না

করে, তবে তারা নগ্ন; তাদের গায়ে তাঁর ধার্মিকতার পোশাক নাই। মৃতদেহে প্রায়ই জীবিত বলে গণ্য করা হয়; কারণ যারা নিজেরা যমেন ভাবে, সেই অনুযায়ী যটেকি তারা পরিত্যাগ বলে, তা অর্জন করে চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে ঈশ্বর কাজ করছেন না—যাতে তারা তাঁর সদর্শি অনুযায়ী ইচ্ছা করে ও কাজ করে।

"এই শরণার্থীদিগের দর্শনে ইজকেয়িলে যে শূন্য হাড়ের উপত্যকা দেখেছিলেন, তার দ্বারা ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়।" রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৯৩।

১৮৫৬ সালে লাওদাকীয় বার্তাটি প্রথম অ্যাডভেন্টবাদে উপস্থাপিত হয়েছিল। সেই একই বছরে প্রভু লবীয় পুস্তককে ছাব্বিশতম অধ্যায়ে 'seven times' বিষয়ে অগ্রসরমান আলোক উন্মোচন করেছিলেন। পশ্চাতাপরে আহ্বান জানানো একটি অভ্যন্তরীণ বার্তা এবং একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বহুরিগত বার্তায় গঠিত ১৮৫৬-এর সেই বার্তাটি ১৮৬৩ সালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। 'তোমাদের মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা'—এই রহস্যের লাওদাকীয় বার্তাটি ১৮৮৮ সালে এল্ডার জেন্স ও ওয়াগনার পুনরায় উপস্থাপন করেন, এবং সিস্টার হোয়াইটও সেই বার্তাকে লাওদাকিয়ার উদ্দেশ্যে বার্তা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

পংক্তির পরে পংক্তি, ইজকেয়িলের সাতত্রিশতম অধ্যায় আরম্ভ হয় এভাবে যে, ইজকেয়িলে আধ্যাত্মিকভাবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ স্থানান্তরিত হন, যখনে তাঁকে লাওদাকীয় অ্যাডভেন্টবাদে এমন এক দৃশ্য দেখানো হয়, যারা অপরাধ ও পাপে মৃত। তাঁকে দুটি স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা দিতে বলা হয়। প্রথমটি একত্রতা ঘটায়, কিন্তু দহেসমূহ তখনও মৃতই থাকে। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী 'চার বায়ু'র বার্তাকে আহ্বান জানায়, যাকে তা হাড়গুলিতে প্রাণশ্বাস সঞ্চার করে। 'চার বায়ু'র বার্তাটি এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের মোহরকরণের বার্তা, যা চার বায়ুকে ধরে রাখা চারজন স্বর্গদূতকে চিহ্নিত করে। সিস্টার হোয়াইট ঐ চার বায়ুকে একটি 'ক্রুদ্ধ অশ্ব' হিসাবে চিহ্নিত করেন, যা শকেল ছাঁড়ি মুক্ত হতে চায়, কারণ তাকে সংযত করে রাখা হয়েছে। ইসলামের ক্রুদ্ধ অশ্ব শকেল ভেঙে মুক্ত হতে এবং তার পথপরিক্রমায় মৃত্যু ও ধ্বংস বয়ে আনতে উদ্যত, যমেন তা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ করছে; এবং শীঘ্রই আগত রবিবারের আইনের সময় তা পুনরায় মুক্ত পাবে।

সেই বার্তাটি মৃতদেহগুলোকে নিজ পায়ের দাঁড়িয়ে থাকা এক ঐক্যবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত করে। সেই ঐক্যবদ্ধ বাহিনীকে সপ্তম স্বর্গদূতের বার্তার প্রতিক্রিয়ায় নিজ পায়ের দাঁড় করানো হয়, কারণ সপ্তম স্বর্গদূতের শিঙা বাজানোর দনিগুলোতে খ্রিস্টের সঙ্কে এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের বিবাহের রহস্য সম্পন্ন হবে।

তখন ইজকেয়িলকে দুটি দণ্ডের মলিন দেখানো হয়, যা এক জাতিতে পরিণত হয়। সেই দুই দণ্ড হলো ইসরায়েলের উত্তর রাজ্য এবং যহিাদার দক্ষিণ রাজ্য; তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নকাল দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছর, যার সমাপ্তিতে তারা এক জাত হিসেবে একত্রিত হয়। তাদের এই পারস্পরিক সমাপ্তি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সৃষ্টি করে, যা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নকালগুলোর শুরুতে ও শেষে থাকা ছেল্লিশ বছর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

'আর তারা ভোরের উঠে তকেয়ার অরণ্যের দিকে রওনা দলি; এবং যখন তারা রওনা হচ্ছিল, তখন যোশাপাত দাঁড়িয়ে বললেন, শোনো, হে যহিাদা এবং যরিশালমেরে বাসনিদারা; তোমাদের ঈশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা স্থখি হবে; তাঁর নবীদেহে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা সফল হবে। ২ বংশাবলী ২০:২০।'

"তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, তাহা হলে তোমরা প্রতর্ষিষ্ঠিত হব; তাঁর নবীদরে উপর বিশ্বাস করো, তাহা হলে তোমরা সমৃদ্ধ হব।"

ইসায়া ৮:২০। 'ব্যবস্থা ও সাক্ষ্যের দিকে; যদিতারা এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতরিখে কথা না বলে, তবে তার কারণ তাদের মধ্যে কোনো আলো নহে।'

দুটি বাণী এখানে ঈশ্বরের জনগণের সামনে স্থাপন করা হয়েছে: সাফল্যের জন্য দুটি শর্ত। যহিওবা নজি যে আইন বলছেন এবং ভাববাণীর আত্মা—এ দুটি তাঁর জনগণকে প্রতর্ষিষ্ঠিত অভিজ্ঞতা পথ দেখানোর জন্য প্রজ্ঞার দুটি উৎস। ব্যবস্থা বিবরণ ৪:৬। 'এটাই জাতগণের দৃষ্টিতে তোমাদের জ্ঞান ও তোমাদের বুদ্ধি; তারা বলবে, নশ্চয়ই এই মহান জাত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান জাত।'

ঈশ্বরের বধিান এবং ভবষিদ্বাণীর আত্মা গরিজাকে পথনির্দেশে ও পরামর্শ দিতে পাশাপাশি চলে, এবং যখনই গরিজা তাঁর বধিান মান্য করে এ কথা স্বীকার করেছে, তখন সত্যের পথে তাকে দিশা দিতে ভবষিদ্বাণীর আত্মা প্রেরিত হয়ছে।

প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭। 'আর ড্রাগন সেই নারীটির ওপর করুদ্ধ হয়ে তার বংশের অবশিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গলে—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যশি খ্রিস্টের সাক্ষ্য ধারণ করে।' এই ভবষিদ্বাণী স্পষ্টভাবে নির্দেশে করে যে অবশিষ্ট মণ্ডলী ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে মান্য করবে এবং ভাববাণীর দান থাকবে। ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য এবং ভাববাণীর আত্মা বরাবরই ঈশ্বরের সত্য লোকদের আলাদা করে চিহ্নিত করেছে, এবং পরীক্ষা সাধারণত বর্তমান প্রকাশসমূহের ওপরই দেওয়া হয়।

যরিময়িরে দিনে লোকেরা মোশি, এলয়িহ বা এলশিয়ার বার্তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি, কিন্তু তারা ঈশ্বরের যরিময়িকে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তা উপেক্ষা করেছিল, এমন পর্যন্ত যে তার প্রভাব ও শক্তি ক্ষয় হয়ে গলে, এবং শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের তাদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রতিকার রইল না।

তমেনি খ্রিস্টের সময়ে লোকেরা জেনে নিয়েছিল যে যরিময়ির বার্তাটি সত্য ছিল, এবং তারা নজিদেরকে বুঝিয়ে নলি যে যদিতারা তাদের পতিপুরুষদের যুগে বাস করত তবে তারা তাঁর বার্তাকে গ্রহণ করত; কিন্তু একই সময়ে তারা খ্রিস্টের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করছিল, যাঁর বিষয়ে সকল নবী লিখেছিলেন।

যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা জগতে উদতি হলো—যার উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের আইনকে তার পূর্ণতা ও শক্তিসহ গরিজার কাছে প্রকাশ করা—তখন ভবষিদ্বাণীর দানও সঙ্গে সঙ্গে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। এই দানটি এই বার্তার বকিাশ ও অগ্রযাত্রায় অত্যন্ত প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদে দেখা দিলে, যা বার্তার প্রতি বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে অস্থির করতে এবং কর্মে বিভেদে সৃষ্টি করতে প্রবণ, ভাববাণীর আত্মা সর্বদাই পরিস্থিতির ওপর আলো ফেলেছে। এটি সর্বদা বিশ্বাসীদের সমাজে চিন্তার ঐক্য ও কর্মের সঙ্গতি এনেছে। বার্তার উন্নয়ন এবং কাজের বৃদ্ধির প্রতিটি সংকটে, যারা ঈশ্বরের বধিানের পক্ষে এবং ভাববাণীর আত্মার আলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে অবচল থেকেছেন, তারা বিজয়ী হয়েছেন এবং তাদের হাতে কাজ উন্নতি লাভ করেছে।